দৈনিক বাংলা

১৫৪

তারিখ 17 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে জাতীয় সংসদে বেশ দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আলোচনার সমাপ্তি টেনে শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দীন সরকার শিক্ষকদের পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চিয়তা দিয়ে ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একটি বিশেষ পরিস্থিতির আলোচনার চেয়ে আমরা এ বিতর্ককে অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি। কেননা, এর মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রশ্নে আমাদের গণপ্রতিনিধিদের উদ্বেগ এবং সুরাহার ব্যাপারে তাদের মূল্যবান মতামত প্রকাশ পেয়েছে। সন্ত্রাসের কঠোর দমনের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ আমাদের আশান্বিত করেছে। দলমতনির্বিশেষে সকলেই যেখানে সন্ত্রাসের অবসানকামী, এ বিপত্তি সেখানে টিকে থাকতে পারে না।

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস জাতির কলঙ্ক, হৃদয়বিদারক এবং যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নের প্রধান প্রতিবন্ধক, একথাগুলো আমরা বহুবার সবার সামনে আনার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রস্তুতি বা শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে থাকলে জাতি হিসাবে আমাদের আশা করার কিছুই থাকে না। তদুপরি এই সন্ত্রাস কেবল শিক্ষাকেই বিপর্যস্ত করছে না, আমাদের সন্তানদের জীবনকেও অনিশ্চিত করে তুলেছে। গোটা জাতি তাই এই সন্ত্রাসের চাপে হতাশায় নিমজ্জিত। অবস্থান নির্বিশেষে আমাদের গণপ্রতিনিধিরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করে একটি অতি প্রয়োজনীয় জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন, সন্দেহ নেই। আমরা আশা করবো, এই আলোচনার আলোকে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার উদ্যোগ জোরদার হবে, শিক্ষাঙ্গন আবার তার স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে উঠবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের পর আর কিছু বলার আছে বলে আমাদের মনে হয় না। 'একটি ন্যক্কারজনক ঘটনার পর শিক্ষকেরা একুশজন ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে কঠোর ব্যবস্থা দাবী করেন। সরকার বিষয়টি নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন। অপরপক্ষে শিক্ষকদের রুজু করা মামলার আসামীদের কয়েকজনকে এরই মাঝে গ্রেফতার করেছেন। বাকীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। প্রয়োজনে অনুপস্থিতিতেই এদের বিচার হবে বলেও শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। শিক্ষকদের দাবী মেনে নেবার পর ক্লাস বর্জন করে সমস্যাকে জটিলতর করার কোন কারণ থাকতে পারে বলে আমরা মনে করি না। আমরা আশা করবো, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র সমাজ এবং সার্বিক শিক্ষা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত পঠন-পাঠন অবিলম্বেই চালু করা হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, কতিপয় সন্ত্রাসীয় অপরাধে বৃহত্তর ছাত্র সমাজকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। অন্যদিকে, তরুণদের এভাবে নিষ্ক্রিয় করে রাখার পরিণতি এদের অনেককে সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দেয়ার আশংকা বহন করে। অবিলম্বে শিক্ষা-কর্মসূচী চালু করা তাই সকল বিবেচনায়ই জরুরী।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির আলোচনা উপলক্ষে তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের উৎস খুঁজে বের করার প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছেন। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনের প্রতিটি সংকটে যে ছাত্র সমাজ গৌরব করার মত অবদান রেখেছে, তাদের সন্ত্রাসী হয়ে ওঠার ব্যাপারটা স্বাভাবিক বিবেচিত হতে পারে না। তথ্যমন্ত্রী সংসদে তার বক্তৃতায় আরও বলেন, ভিসি প্যানেল নির্বাচন নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে যে রাজনীতি রয়েছে সমস্যার মূল সেইখানে।

যুক্তি এড়িয়ে সংকটের স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। অপরাধী ছাত্রদের অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। তবে ছাত্রদের এককভাবে দোষারোপ করে সংকটের উৎসে যাওয়ার উপায় নেই। মানতেই হবে গলদ অন্য কোথাও আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের কিছু ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। এ অধ্যাদেশ শিক্ষকদের ভোটের প্রতিযোগিতায় নামিয়ে মূল পাঠন-পাঠনকেই কেবল ব্যাহত করেনি, সময় বিশেষে শিক্ষার্থীদেরও সন্ত্রাসী তৎপরতায় ঠেলে দেয়, এমন অভিযোগ ওয়াকিফহাল মহলে আগেও উচ্চারিত হতে দেখা দেছে। রাজনৈতিক বা দলীয় স্বার্থে ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যবহারেরও নজির আছে। মাননীয় সংসদ সদস্যেরা যদি এইসব গলদের প্রতিবিধান নির্ণয়ে মনোযোগী হন, আমরা মনে করি, শিক্ষার্থী সমাজ এবং গোটা জাতি সন্ত্রাসের বিভীষিকা থেকে সহজেই মুক্তি পেতে পারে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে সরকার শিক্ষকদের দাবী মেনে নিয়েছেন। দলীয় আনুগত্যকে বিবেচনায় না এনে অভিযুক্ত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমনের প্রশ্নে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে তাই প্রশ্নের অবকাশ নেই। এ-পরিস্থিতিতে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও নেতাদেরও কিছু করার আছে। এমন একটি ভয়াবহ জাতীয় সমস্যা নিরসনে সম্মিলিত উদ্যোগ আর আন্তরিকতা অপরিহার্য। বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলার চেয়ে উৎস নির্ণয় করে স্থায়ী প্রতিকার অধিকতর জরুরী। আমরা এ দিকটির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করি। শিক্ষক সমাজকেও এক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।